দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

## মহানগরীর ছাত্র নেতাদের সমাবেশে ভাষণ

# সন্ত্রাসে ছাত্রদের উস্কানি দেয়া হচ্ছে ঃ এরশাদ

মহানগরীর বিভিন্ন কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ গতকাল প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা নৈরাজ্য ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের আদর্শ ও রাজনীতির প্রতি সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করেন। খবর বাসস'র।

এই ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, তিতুমীর কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, টিএন্ডটি কলেজ, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যগণ।

তারা বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে 'নৈরাজ্যবাদী ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতির' নিন্দা করেন। বর্তমান সরকারের শান্তি, প্রগতি ও স্থিতিশীলতার রাজনীতিকে সমর্থনের মাধ্যমে ছাত্র নেতৃবৃন্দ নৈরাজ্য প্রতিরোধ ও প্রেসিডেন্টের হাতকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেন।

ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার সময় প্রেসিডেন্ট বলেন যে, এখন দেশে যা চলছে তাকে যথার্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলা চলে না। তিনি আরো বলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে কিছু বিরোধী দল দেশের অর্থনীতি ধ্বংস ও জনগণের দুর্ভোগ বাড়ানোর জন্য সম্পদ ধ্বংসে ছাত্রদের উস্কানি দিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ছাত্র নেতাদের আরো বলেন যে, তার সরকার সব সময়ই শান্তি ও প্রগতি চায়। কিন্তু কিছু বিরোধী দল এখন এমন রাজনীতি করছে যে, তারা শুধু গাড়ি ও ব্যক্তি মালিকদের যানবাহন ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তারা 'কেয়ার' এর মত

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

## সন্ত্রাসে ছাত্রদের

(প্রথম পৃঃ পর)

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং এমনকি জাপানী দূতাবাসের গাড়ি ও তাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে, কেয়ার এর মত সংস্থাগুলো গরীবদের বেঁচে থাকায় সাহায্য করছে বলেই এর গাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে, দেশের স্থিতিশীলতা নষ্টের জন্য এখন বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশ সৌদী আরবে সৈন্য পাঠানোর পরই এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলে প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট এছাড়াও বলেন যে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সৌদী আরবে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিদেশ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

দেশের বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে মুষ্টিমেয় ছাত্র যখন ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত তখন দুষ্কৃতিকারী ও গুন্ডারা নিজেদের স্বার্থে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। তিনি এ ধরনের রাজনৈতিক প্রবণতা প্রতিহত করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে দেশে এখন যা চলছে তা রাজনীতি নয়। রাজনৈতিক কর্মকান্ড এ থেকে ভিন্ন এবং সে কারণেই বিরোধী দলগুলোর সাংবিধানিক পন্থা অনুসরণ ও নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে বহু কষ্টে অর্জিত দেশের সংবিধানকে অসম্মান করতে দেয়া যায় না।

তিনি আরো বলেন, নৈরাজ্য এখন এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে মহিলারা রাস্তাঘাটে বেরোতে ভয় পায়, স্কুলগামী শিশুরাও নিরাপদ নয়। এমনকি শিক্ষক ও সরকারী কর্মকর্তারাও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। দেশের স্থিতিশীলতা নষ্টের জন্যই এসব কাজ করা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ, জ্বালানীমন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মনসুর আলী সরকার, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হুমায়ুন কবীর এমপি গতকালের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র নেতা আলমগীর সিকদার লোটন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রের 'ধ্বংসাত্মক রাজনীতি' প্রতিহত করতে ছাত্র সমাজ চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। তিনি আরো বলেন যে তারা প্রেসিডেন্ট এরশাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রাজনীতির বর্তমান ধ্বংসাত্মক প্রবণতার বিরুদ্ধে তারা সাধারণ ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করবেন।

লোটন আরো বলেন, যে ডাকসুর তথাকথিত নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনীতি 'জিরো পয়েন্টে' কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং পুরনো ঢাকা এলাকায় তাদের কোন সমর্থন নেই। তিনি নৈরাজ্যবাদীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তিদানের আহ্বান জানান।

তিতুমীর কলেজের ছাত্র নেতা আনোয়ার হোসেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির নিন্দা জানিয়ে বলেন যে সাধারণ ছাত্ররা এই ধ্বংসের রাজনীতি সমর্থন করে না। তিতুমীর কলেজের ছাত্ররা প্রেসিডেন্ট এরশাদের আদর্শ ও নীতি প্রচারের লক্ষ্যে তৎপরতা চালিয়ে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

টিএন্ডটি কলেজ ছাত্র সংসদের নেতা আজহারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর বলেন যে শান্তিকামী ছাত্র সমাজ কিছু ছাত্রের নৈরাজ্যমূলক কার্যকলাপ মেনে নেবে না। তিনি এই 'নৈরাজ্যবাদী শক্তিকে' প্রতিহত করার জন্য প্রেসিডেন্টের নির্দেশ কামনা করেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্রনেতা সারোয়ার হোসেন টিপু বলেন যে, তথাকথিত কিছু ছাত্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সাধারণ ছাত্র সমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্রনেতা কিশোর কুমার দেও প্রেসিডেন্ট এরশাদের নীতি ও কর্মসূচী সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।